আলুর লেইট ব্লাইট বা মড়ক রোগ প্রতিরোধ/প্রতিকার এ করণীয়

রোগের লক্ষণঃ

- রোগের আক্রমণে প্রথমে গাছের গোড়ার দিকের পাতায় ছোপ ছোপ ভেজা হালকা সবুজ গোলাকার বা বিভিন্ন আকার দাগ দেখা যাবে এবং দ্রুত কালো রং ধারণ করে পাতা পঁচে যাবে এবং গাছ মারা যাবে।
- সকাল বেলা আলু জমিতে গেলে আক্রান্ত পাতার নিচে সাদা পাউডারের মত জীবানু দেখা যাবে।

অনুকূল আবহাওয়াঃ

নভেম্বর-ফেব্রুয়ারি (মধ্য কার্তিক থেকে মধ্য ফাল্গুন) যে কোন সময় নিম্ন তাপমাত্রা (রাতে ১০-১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং দিনে ১৬-২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস) কুয়াশাচ্ছন্ন মেঘলা আবহাওয়া ও গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি এ রোগ বিস্তারে সহায়ক। বাতাস, বৃষ্টিপাত ও সেচের পানির সাহায্যে এ রোগের জীবানু আক্রান্ত গাছ থেকে সুস্থ গাছ দ্রুত বিস্তার ঘটে।

রোগ হওয়ার পূর্বে করণীয়ঃ

- নিয়মিত আলু ক্ষেত পরিদর্শণ আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- রোগের অনুকূলে আবহাওয়া পূর্বাভাস পাওয়ার সাথে সাথে রোগ প্রতিরোধের জন্য ৭ দিন পর পর ম্যানকোজেব গ্রুপের অনুমোদিত ছত্রাকনাশক যেমন-ডাইথেন এম-৪৫ বা ইন্ডোফিল এম-৪৫ বা পেনকোজেব ৮০ ডব্লিউপি প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করে গাছ ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে। অন্যথায় আক্রান্তের ২-৩ দিনের মধ্যেই এ রোগ মহামারী আকার ধারণ করতে পারে।
-

রোগ হওয়ার পর করণীয়ঃ

- আক্রান্ত জমিতে রোগ নিয়ন্ত্রণ না হওয়া পর্যন্ত সেচ প্রদান বন্ধ করতে হবে।
- নিজের বা পার্শ্ববর্তী ক্ষেতে রোগ দেখা মাত্রই ৪/৫ দিন পর পর নিম্নবর্ণিত গ্রুপের যে কোন অনুমোদিত ছত্রাকনাশক বা মিশ্রন পর্যায়ক্রমে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করে গাছ ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে ।
- এক্রোবেট এম জেড (ম্যানকোজেব ৬০% + ডাইমেথোমর্ফ ৯%) অথবা
- কার্জেট এম ৮ (ম্যানকোজেব ৬৪% + সাইমোক্সানিল ৮%) অথবা
- সিকিউর ৬০০ ডব্লিউজি (ম্যানকোজেব ৫০% + ফেনামিডন ১০%) অথবা
- মেলোডি ডুও ৬৬.৮ ডব্লিউপি (প্রোপিনের ৭০% + ইপ্রোভেলিকার্ব) ৪ গ্রাম+সিকিউর ৬০০ ডব্লিউজি ১ গ্রাম।

সতর্কতাঃ

গাছ ভেজা অবস্থায় জমিতে ছত্রাকনাশক স্প্রে না করাই ভাল। আর যদি স্প্রে করতেই হয় তাহলে অনুমোদিত মাত্রার ছত্রাকনাশকের সাথে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে সাবানের গুড়া মিশিয়ে নিতে হবে।

চলমান বোরো মৌসুমে বীজ তলার চারার যত্ন ও রোপণ পরবর্তী করণীয়

বীজতলা ব্যবস্থাপনা

- বোরো মৌসুমে শৈত প্রবাহে তাপমাত্রা কমে গেলে চারার বৃদ্ধি ব্যহত হয় এমনকি চারা মারা যায়। এ জন্য রাতের বেলা বীজতলা স্বচ্ছ পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে এবং দিনের বেলায় তা সরিয়ে ফেলতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যে, চারার পাতা যেন পলিথিন স্পর্শ না করে।
- এ সময় বীজতলায় ৩-৫ সে.মি. পানি ধরে রাখতে হবে। প্রতিদিন সকালে আগের রাতের পানি বের করে নতুন পানি দিতে হবে এবং ধানের চারার উপর থেকে জমাকৃত শিশির রশি দিয়ে টেনে ঝরিয়ে দিতে হবে।
- অতিরিক্ত ঠান্ডায় চারা হলুদ হয়ে গেলে প্রতি শতাংশে ২৮০ গ্রাম ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করলেই চলবে। বীজতলায় ইউরিয়া সার প্রয়োগের পর ২-৩ সেন্টিমিটার পানি ধরে রাখতে হবে। ইউরিয়া সার প্রয়োগের পরও যদি গাছ সবুজ না হয় তবে গন্ধক (সালফার) সারের অভাবে হয়েছে বলে ধরে নিয়ে অনুমোদিত মাত্রায় থিওভিট /কুমুলাস স্প্রে করতে হবে।
- ঠান্ডা আবহাওয়ার কারণে বীজতলায় চারা পোড়া রোগ (Seedling blight) দেখা দিতে পারে। আক্রান্ত চারা, শিকড় এবং চারার নিচের অংশ বাদামী রংয়ের হয়। অনেক সময় চারার গোড়ায় সাদা ছত্রাক দেখা যায়। আক্রান্ত চারার বৃদ্ধি কমে যায় এবং ধীরে ধীরে হলুদ হয়ে পাতা শুকিয়ে চারাগুলো মারা যায়। বীজতলায় এ রোগ দেখা দিলে রোগের প্রাথমিক অবস্থায় এমিস্টার টপ (এজোক্সিস্ট্রবিন+ডাইফেনোকোনাজল গ্রুপ) অথবা সেল্টিমা (পাইরাক্লোস্ট্রাবিন গ্রুপ) নামক ছত্রাকনাশক ৩ মিলি/লিটার পানি মিশিয়ে ভালোভাবে স্প্রে করে চারা ও মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে এবং স্প্রের পানি না শুকানো পর্যন্ত বীজতলায় সেচ দেওয়া যাবে না। সাধারণত শুকনা মাটিতে এ রোগটি বেশী হয়, সেজন্য বীজতলায় পরিমাণমত সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।
- কোন কোন জায়গায় বাকানি রোগের আগাম লক্ষন প্রকাশ পেতে পারে। যদি বীজতলায় বাকানি রোগ দেখা দেয় তাহলে জমিতে রোপনের পূর্বে অটিস্টিন (কারবেন্ডাজিম গ্রুপ) নামক ছত্রাকনাশক ২ গ্রাম/লিটার পানিতে ভালোভাবে মিশিয়ে চারার শিকড় সারারাত ভিজিয়ে রেখে পরদিন জমিতে রোপন করতে হবে।

চারা রোপণকালীন ও রোপণ পরবর্তী করণীয়

- চারা রোপণের সময় শৈত্য প্রবাহ শুরু হলে কয়েকদিন দেরী করে তাপমাত্রা স্বাভাবিক হলে রোপণ করতে হবে। রোপনের জন্য ধানের জাত ভেদে কমপক্ষে ৩৫-৪৫ দিনের চারা ব্যবহার করতে হবে।
- চারা রোপনের পর জমিতে প্রথম কিস্তি ইউরিয়া সার প্রয়োগের সময় তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কম থাকলে সার প্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে হবে। তাপমাত্রার বৃদ্ধির পর প্রথম কিস্তি ইউরিয়া সার প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।
- রোপণের পর এবং আগাম কুশি অবস্থায় শৈত্য প্রবাহ হলে জমিতে ৫-৭ সেন্টিমিটার পানি ধরে রাখতে হবে। ধানের চারা মারা গেলে গ্যাপ ফিলিং করতে হবে। কিন্তু অতিরিক্ত শীতে গ্যাপ ফিলিং না করাই ভাল।
- শৈত্য প্রবাহের মধ্যে আগাছানাশক দেয়া যাবে না। তাপমাত্রা বাড়লে প্রি-ইমারজেন্স আগাছানাশক হিসেবে বেনসালফিউরান মিথাইল+এসিটাক্লর, মেফেনেসেট+বেনসালফিউরান মিথাইল ইত্যাদি গ্রুপের আগাছানাশক রোপণের ৩-৫ দিনের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে। আগাছার পাতা ১-৩ টি হলেই পোস্ট ইমারজেন্স আগাছানাশক হিসেবে বিসপাইরিবেক সোডিয়াম+বেনসালফিউরাল মিথাইন, ডায়াফিমনি, ইথক্সিসালফিউরান এবং ফেনক্সলাম গ্রুপের আগাছানাশক জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। তবে হাত দিয়ে নিড়ানি দিলে আগাছানাশক প্রয়োগ করার দরকার নাই।
- এ সময় জমিতে কৃসেক রোগ দেখা দিতে পারে। তাই জমি শুকিয়ে দিতে হবে এবং জমিতে বিঘা প্রতি অতিরিক্ত ৫ কেজি পটাশ সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
- কোন কোন জায়গায় বাকানি রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে। জমিতে স্পষ্টভাবে বাকানি রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার পর আক্রান্ত কুশিগুলো ভেঙ্গে দিতে হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপপরিচালকের কার্যালয়
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ী, রাজশাহী।

স্মারক নং ১২.০১.৮১০০.০০০.৪১.০০২.২০.২৩৬২ (১১)　　　　তারিখ ২৬/১২/২০২৪ খ্রিঃ

পত্রের মর্মানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

প্রাপক
১। উপজেলা কৃষি অফিসার, পবা/ তানোর/ মোহনপুর/ বাগমারা/ দূর্গাপুর/ পুঠিয়া/ গোদাগাড়ী/ চারঘাট/ বাঘা, রাজশাহী।
২। মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসার, মতিহার / বোয়ালিয়া, রাজশাহী।

২৬/১২/২৪

(শারমিন সুলতানা)
অতিরিক্ত উপপরিচালক(শস্য)
পক্ষে-উপপরিচালক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
রাজশাহী